THE HUNGER PROJECT

উদ্ভাস

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ খুলনা অঞ্চলের অন-লাইন সাপ্তাহিক
(সংখ্যা # ০০২; বর্ষ # ০১; জুলাই ৩০, ২০২০ খ্রী:)

করোনাকালিন সময়ে বাল্য বিয়ে বন্ধে সক্রিয় VDT

বাগেরহাট জেলার দক্ষিনে শরণখোলা উপজেলার খোন্তাকাটা ইউনিয়নের একটি গ্রাম রাজৈর। এই গ্রামের অধিকাংশ লোকজন অশিক্ষিত এবং খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের। নিম্ন আয়ের কারনে তাদের সংসার চলে টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে। করোনার কারনে সারা দেশ যখন স্থবির তখন এই গ্রামের গরিব ও নিম্ন আয়ের লোকগুলো হয়ে পড়ে আরও অসহায় ও দিশেহারা। করোনাকালীন সময়ে তাদের করনীয় সম্পর্কে তারা ছিল অসচেতন। আর এই সময়ে অসহায় লোকগুলোকে সচেতনতার অভয়বানী শুনালেন নারী নেত্রী ও VDT সভাপতি পারভীন বেগম। সে ও তার দলের VDT সদস্যরা মিলে দায়িত্ব নেয় তাদের গ্রামকে তারা করোনা মুক্ত রাখবে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তারা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে করোনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন পায় ৪৫০টি পরিবারে। এছাড়া সাবান বিতরণ করেন ২৮৫টি পরিবারে। হাতে তৈরি মাস্ক বিতরণ করেন ৯০০ টি প্রায়। বাইরের লোক গ্রামের মধ্যে ঢুকতে হলে যাতে নিজেকে জীবানুমুক্ত করে ঢুকতে পারে তার জন্য গ্রামের প্রবেশ দ্বারে ব্যবস্থা করেছেন সাবান পানির। নিজেদের তৈরি হান্ড ওয়াশ বিতরণ করেছেন গ্রামের প্রায় ৩০০ টি বাড়িতে। সামাজিক দুরত্ব বজায়ে রেখে কেনাকাটা করার জন্য গ্রামের ৫ টি দোকানে ও স্থানীয় বাজারের ২০টি দোকানে কোট কেটে দিয়েছে ৭৫টি। এছাড়া তারা এলাকার কিছু বিত্তবান লোকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ৮৫টি পরিবারকে দিয়েছে খাদ্য সহায়তা। এই কাজগুলো করার পাশাপাশি তারা খেয়াল রেখেছে কোথাও নারী নির্যাতন বা বাল্য বিয়ের মতো জঘন্য কাজ গুলো হচ্ছে কিনা। হঠাৎ করে পারভীনের কাছে খবর আসে তার গ্রামের উত্তরপাড়ায় আলফাজ মাঝি ও শামিমার অষ্টম শ্রেণীতে পড়া মেয়ে তুলির বাল্য বিয়ের আয়োজন চলছে গোপনে। তারা খুব সাবধানে আলফাজ মাঝির বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে থাকে। খোঁজ নেওয়ার পরে যখন কথাটা সত্যি প্রমাণিত হয় তখন তারা স্থানীয় মেম্বার কে সাথে নিয়ে আলফাজ মাঝির সংগে কথা বলে। কিন্তু মেয়ের বাবা মা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয় না। পারভীন তখন ব্যাপারটা খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানায়। চেয়ারম্যান ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয় এবং সাথে সাথে আলফাজ মাঝিকে ডেকে পাঠায়। আলফাজ মাঝি চেয়ারম্যান কে বলেন তার পক্ষে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো সম্ভব নয়। চেয়ারম্যান আলফাজ মাঝিকে আশ্বস্ত করেন তার মেয়ের পড়াশুনার খরচ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বহন করা হবে। কিন্তু মেয়ের বাবা মা কে চেয়ারম্যান এবং VDT দলের সদস্যদের কাছে কথা দিতে হবে তারা মেয়ের পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যাবে। না হলে আইনী ব্যবস্থা নিবে। পরবর্তীতে পারভীন ও VDT দলের কয়েকজন সদস্য মিলে আলফাজ মাঝির বাড়িতে যান এবং বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে আলফাজ মাঝি ও শামিমা তাদের ভুল বুঝতে পেরে উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার অঙ্গিকার করেন।

"ব্যতিক্রমি এক হোম করেন টাইন"

১০মে ২০২০। হাবিব ঢাকা থেকে গ্রামে আসছে। খবরটি গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহর করোনা উপদ্রুত এলাকা। সেখান থেকে গ্রামে কেউ এলে সে যদি করোনা ভাইরাস রোগের বহনকারী হয়? এমনটিই ঘটেছে সারাদেশে। বলছিলাম বাগেরহাট সদরের কাড়াপাড়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের হাবিবের কথা। সে ঢাকার একটা গার্মেন্টসে চাকরি করে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে তার কারখানা বন্ধ। তাই সে বাড়ি চলে আসছে।

এদিকে রাজাপুর গ্রামবাসী বিশেষ করে VDT, GGS, উজ্জিবক, নারী নেত্রী, মেম্বর, গ্রামপুলিশ এলাকাবাসী দেশে করোনার আবির্ভাব ঘটলে নিজ গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখতে একযোগে কাজ করে চলেছেন। করোনা প্রতিরোধে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে নিজেদের উদ্যোগে লিফলেট ছাপিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নারী নেত্রীরা উঠান বৈঠক করে করোনা প্রতিরোধের বিষয়গুলো গ্রামবাসীকে জানাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব, বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস, মাস্ক পরিধান, মোড়ের চায়ের দোকান ও হাটের দোকানগুলোতে ইয়ুথ সদস্যরা কোট একে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কেনা বেচায় অভ্যস্ত করতে গ্রামের মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। গ্রামের প্রবেশদ্বারে পানির পট ও সাবান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহিরাগতরা যাতে হাত ধুয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। আর এই সব পদক্ষেপ নেওয়ার সুফলে রাজাপুর গ্রাম এখনো করোনা মুক্ত রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে হাবিব বাড়ি আসছে ।

কি করা যায়? VDT সভাপতি মোল্লা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল VDT সদস্য যান ওয়ার্ড মেম্বার জনাব শেখ মুকিতের কাছে। সবাই মিলে পরামর্শ করেন হাবিব বাড়ি এলে প্রথমে তার হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? একটি মাত্র ঘরে চার ভাইয়ের গাদাগাদি বসবাস। কি করা যায়? তারা সকলে বিষয়টি আলোচনার জন্য হাবিবের বড় ভাই লিঠু শেখের কাছে যান। লিঠুও জানান তিনিও বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তায় আছেন। হোম করেন টাইনের জন্য আলাদা ঘর বাথরুম কোথায় পাবেন? অবশেষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌছান গ্রাম থেকে দুরে লিঠু হাবিবের একটা মাছের ঘের আছে। আর সেখানে পাহারার একটি বড় ঘর আছে। সেই ঘরে হোম করেন টাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফোনে হাবিবকে জানিয়ে দেওয়া হয় বাড়ি না গিয়ে তাদের মাছের ঘেরে পাহারার ঘরে উঠতে। হাবিব ও তাই করে। এখানে ১৪ দিন পালা করে খাবার পানি পৌছাবার ব্যবস্থা করা হবে। এ কাজে VDT সদস্যগণ ও সহযোগিতা করবে। গ্রামের বাসির মনে স্বস্তি ফেরে। উদ্ভাবন হয় নতুন হোম করেন টাইনের।

সেই থেকে এই পর্যন্ত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বা বাইরে থেকে রাজাপুর গ্রামে আসা ৭ জনের হোম করেন টাইনের ব্যবস্থা হয়েছে বিলে মাছের ঘেরে। প্রাকৃতির অবারিত মুক্তাঙ্গনের মাঝে নিরাপদ হোম করেনটাইন।

উপদেষ্টামন্ডলি: মাসুদুর রহমান রঞ্জু, রবিউল ইসলাম, সত্যজিৎ দেবনাথ
সম্পাদক: মো: মাহবুব হোসেন
সহযোগীতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর খুলনা অঞ্চলের কর্মীবৃন্দ
পরিতোষ টাওয়ার, ১০ শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা।